আনন্দবাজার পত্রিকাতে পাঠানো চিঠি (যেটি সম্ভবতঃ ছাপা হয় নি)

সুরেন বসু রোড,
পো : কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

প্রিয় মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় দৈনিকের মাধ্যমে আমার মত শত ভুক্তভোগী 'মক্কেলে'র (হ্যাঁ আইন ব্যবসায়ীদের কাছে ঐটেই আমাদের পরিচয়) কিছু বেদনা ও প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট সবার সামনে তুলে ধরতে চাই । মামলাবাজ লোকজন সম্পর্কে অনেক চুট্‌কী থাকলেও, সাধারণতঃ শখ করে কেউ মামলা করতে যান না (যদিও কেউ কেউ জিদ এর বশে মামলা করে থাকেন) । মামলার অর্থনাশা, সর্বনাশা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকেই 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক' জাতীয় প্রবাদের জন্ম । আদালতের পেয়াদা থেকে হাকিম পর্যন্ত সবারই কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা অশ্রদ্ধা ও ব্যঙ্গ আমাদের সাহিত্যেও অমর হয়ে থাকবে । উকিলের শঠতা ও নির্মম শোষণ সম্পর্কে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' ছাড়াও 'মামলা' নামের ছড়াধর্মী কবিতাই বোধহয় কবিগুরুর অভিজ্ঞতার চমৎকার জবানবন্দী :

"শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়,
বলে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায় !"

সংসার সংগ্রামে বিপন্ন বিব্রত মানুষ আদালতে যেতে বাধ্য হ'য়ে কি ভাবে দিনের পর দিন শোষিত ও লাঞ্ছিত হন তার একটা বিবরণ দিচ্ছি :-

১) উকিলের কনসাল্টেশন ফী - (৫ টাকা থেকে ৫০০ টাকা কোর্ট হিসাবে, বার-এট-ল'রা হিসেবের বাইরে) ।

২) টাইপ, কাগজ ও নোটিশ জারীর খরচ - (২৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা) ।

৩) এফিডেভিট খরচ - (৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা) ।

৪) উকিল বাবুর ফী - (কন্ট্র্যাক্ট হলে ৩০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত, নিম্ন কোর্টে দৈনিক ফী ৪ টাকা থেকে ৩২ টাকা পর্যন্ত) ।

৫) উকিলবাবুর মুহুরীকে দেয় - (দৈনিক ১ টাকা থেকে ৫ টাকা)।

৬) মামলার দিন প্রতিবারে খরচ - (উকিল / মুহুরী ছাড়া ৩ টাকা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

থেকে ৫ টাকা, যার মধ্যে উকিল, মুহুরী, পেয়াদা, পেশকার ইত্যাদিকে চা খাওয়ানো ও হাজিরা বা দরখাস্ত খরচ) ।

এ ছাড়া এফিডেভিট করতে গেলে সেরেস্তাদার একটাকা ও ঐ অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী পঞ্চাশ পয়সা । তারপর প্রতিবার দরখাস্ত বা হাজিরা দাখিলের সময় পেশকারকে পঞ্চাশ পয়সা থেকে দুটাকা । জরুরী দরখাস্তে নথি দেখার দরকার হলে দু টাকা থেকে একশ টাকা বা আরও বেশী ।

উচ্চ আদালতে অনভিজ্ঞ মক্কেলকে একই মামলায় কনট্র্যাক্ট করার পরও যতবার এফিডেভিট করতে হবে ততবার শতাধিক টাকা করে দিতে হবে। এর বাইরে আছে 'তদবীর' খরচ যার কোন সীমা নেই - আর কে না জানে এ যুগে 'তদবীর ভোগ্যা বসুন্ধরা' !

আদালতের তদবীর সম্পর্কে নদীয়া জেলার জনৈক ভদ্রলোকের করুণ অভিজ্ঞতার কাহিনীটা এখানে উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না । ভদ্রলোক ভেকেশন কোর্টে একটি জরুরী জামিন আদেশ বের করে পেয়াদা মারফৎ হাতে হাতে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যেতে কেমন নাকাল হয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণটা শুনুন । পেয়াদার 'কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য' কফি খাওয়াতে হল, তারপর মন পরিষ্কার করার জন্য 'চা-চা-চা' সিনেমা দেখাতে হল, রাতে ভাত খান না বলে চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয় মোগলাই পরোটা মুরগীর মাংসের অনুপান সহ খাওয়ানো হল, তারপর পেয়াদা মহারাজ জানালেন যে লোকাল ট্রেনে তাঁর মাথা ধরে ও গা বমি দেয়, তাই অগত্যা তাঁকে এসপ্ল্যানেড থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত একশ টাকা খরচ করে ট্যাক্সী করে নিয়ে যেতে হয় । এর পর সেই পেয়াদাকে অন্যান্য তান্ত্রিক উপচার দেওয়া হয়েছিল কিনা তা ভদ্রলোক উল্লেখ করেন নি !

দুর্ভোগ ওখানেই শেষ নয় । উকিলবাবুর অসুবিধার জন্য দিন নেবেন আর প্রতিপক্ষকে তার খেসারৎ (কস্ট) দিতে হবে মক্কেলকে । প্রতি--পক্ষের মক্কেল তাঁর উকিলকে সেদিনের তাবৎ পাওনা তো দেবেনই উপরন্তু ঐ খেসারতের পাওয়া টাকাটাও উকিলবাবুর উপরি পাওনা ।

লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিলবাবুরা যাতে ভালভাবে নথি পড়ে একটু দরদ দিয়ে মামলা করেন সে জন্য ফী এর উপর ফাউ হিসেবে 'পুকুরের ইলিশ, বাগানের আপেল, গোপালের দোলের রাবড়ীভোগ' নিয়ে মক্কেলকে হাসিমুখে (যা আসলে কান্নার রূপান্তর) এসে দাঁড়াতে হয় । উকিলবাবু যাতে ডাক হলে সময়মত হাজির হন সে জন্য মুহুরী বাবুকে 'সন্তুষ্ট' রাখতে হয় ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

মক্কেলকে দোহন করার জন্য অনেক সময় উভয়পক্ষের উকিলের পূর্বপরিকল্পনা মত 'দিন নেওয়া' হামেশাই ঘটে।

আর ফৌজদারী কোর্টে জামিন নিয়ে যে ভাবে নির্মম দোহন চলে তা যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। সেটা 'রাজনৈতিক' মক্কেলদের ক্ষেত্রে। বিনা খরচে, এমন কি নিজের পকেটের পয়সা খরচ করেও উকিলবাবুরা সে সব কেস করেন। আমি জানি ১৯৬৭-৬৮ সালে কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল নিজ খরচে শিলিগুড়িতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের ব্যয়ে জঙ্গল সাঁওতালদের মামলা পরিচালনা করতে প্রস্তুত ছিলেন। আজো বহু রাজনৈতিক মামলা আসামীদের খরচ ছাড়াই চলছে। ভবিষ্যতেও চলবে। চলুক, তাতে আমরা ঈর্ষা করব না নিশ্চয়ই কিন্তু ঐসব নিখরচের মামলার খরচ কি সুদে আসলে অরাজনৈতিক মামলা থেকে উশুল হচ্ছে না? আমার এক প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্ধু বলেন যে বিনে পয়সায় বা নিজের পয়সায় রাজনৈতিক মক্কেলের সেবা করে ডাক্তারবাবুরা ও উকিলবাবুরা সমাজে সেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা চান যার ফলে সেই সব রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দলের সুপারিশে সেই প্র্যাকটিশনার অন্য অরাজনৈতিক মক্কেল পান বা পার্লামেন্টারিয়ান হবার ছাড়পত্র পান সমাজহিতৈষী হিসেবে।

আমি জানি আমার এই পত্র মৌচাকে ঢিল ছুঁড়বে। উকিলবাবু, ডাক্তারবাবুরা চটে উঠবেন। তাঁরা অনেক যুক্তি-তক্কো হাজির করবেন। কিন্তু আমাদের মত অরাজনৈতিক মক্কেলরা শোষিত হচ্ছি দিনের পর দিন তাঁদের মত সমাজে উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবিদের হাতে - এটা ঘটনা। এঁরা সরকারকেও ফাঁকি দিচ্ছেন দিনের পর দিন নিজেদের প্রকৃত আয়কে প্রকাশ না করে। এই নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে সরকারী ও বেসরকারী তরফ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন বা ঐ জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠা দরকার।

ইতি

দিলীপ বাগচী ১১/৪/৭৭

জনৈক ভুক্তভোগী মক্কেল

প্রিয় সম্পাদক মশাই,

বিশেষ কারণে আমার নামটা প্রকাশ করবেন না। কারণ আমি লিখেছি জানলে বিভিন্ন কোর্টে আমার কিছু মামলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।